স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখনও কি বলবেন

কে টোকাই কে সন্ত্রাসী চেনা যায় না

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. মোর্শেদ খানের পেছনে দাঁড়ানো বাঁ থেকে প্রথমে সন্ত্রাসী কুরা আজম ও তৃতীয় আবু হানিফ চম্পাইয়া

রাউজান থেকে ফিরে **সুমি খান**

'ম্যাডাম খালেদা জিয়া 'উচিত বিচার'-এর নির্দেশ দিয়ে সশরীরে খোলাখুলি কথা বলতে পাঠিয়েছেন আমাকে...' এই কৈফিয়ৎ দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী গত ৪ এপ্রিল সকাল সাড়ে দশটায় রাউজানের হিঙ্গলা গ্রামের ওঁয়ারা পুঁইয়া বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে শীর্ষ সন্ত্রাসী পরিবেষ্টিত হয়ে বক্তব্য শুরু করেন ভিক্ষু হত্যার ১২ দিন পর এসেছেন বলে। মন্ত্রী দু'লাইন দু'লাইন করে ৬টি কবিতা, পুলিশের কর্তব্যবোধ শোনালেন দীর্ঘ সময়। শোকাহত স্বজনদের সান্ত্বনা দিলেন ' প্রয়োজনে হত্যাকারীদের ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হবে। ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তা বিধানে এই আশ্রমে পুলিশ ফাঁড়ি বসানো এবং প্রয়োজনে থানা বসানো হবে। এ আশ্রমের সিজ করা প্রতিটি জিনিস ফিরিয়ে দেয়া হবে। আপনাদের দাবি সিআইডিকে কেস হস্তান্তর, নিরপেক্ষ তদন্তের জন্যে এই মুহূর্তে (১০টা ৫০ মিঃ) মামলা সিআইডিকে হস্তান্তর করলাম। তাও সুষ্ঠু তদন্ত না হলে প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেবো। যদি হত্যাকান্ডের তদন্ত অন্য খাতে প্রবাহিত করতে চায় তাদেরও প্রয়োজনে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলাবো। সন্ত্রাসীদের তদবির করলে তাকেও গ্রেপ্তার করবে পুলিশ'। মহাজ্যোতিকে ফিরিয়ে আনতে না পারলেও আর যেন চোখে জলে না ঝরে তার ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিলেন মন্ত্রী মুখে অন্তত। তবে ২৪ ঘন্টা তার বাড়ি অফিসের দরজা খোলা থাকবে এই আশ্রমের যে কারো জন্যে, একথা বলার আগে এবং পরে আশ্রম এলাকার ১০০ গজ দূরে পৌনে ন'টায়, নগরীর অক্সিজেন মোড়ে বেলা ১টায় বিকেল ৪টায় জামালখান মোড়ে, সাড়ে ৪টায় চকবাজারে বার বার পুলিশ পদে পদে বাধা দেয় ভিক্ষুদের। অক্সিজেন মোড়ে ইন্সপেক্টর আজিজ, এবং মুফাখখারুল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের রাউজান থেকে শহরের দিকে যেতে হবে না– ওপরের নির্দেশ অজুহাতে আটকে রাখে। সাংবাদিকদের গাড়ি এসে ঘটনাস্থলে হঠাৎ থামলে কিছু তর্কের পর ছেড়ে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে শুনিয়ে দেন ইন্সপেক্টর আজিজ আপনারা ভিক্ষু সমাবেশ করেন ক্যান? এ দেশের নাগরিক না আপনারা?' সমাবেশ নাগরিক অধিকার কিনা সেটাই পুলিশ ইন্সপেক্টর আজিজ জানেন না। উপস্থিত ড. জিনবোধি ভিক্ষু প্রশ্ন তোলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি-অফিসের দরজা ২৪ ঘন্টা খোলা থাকলেও আমাদের প্রতিপদে পুলিশি বাধা, কোনটা বিশ্বাস করবো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষা, নাকি পুলিশের ভাষা?

ক্রাইম জোন রাউজানের হিঙ্গলা ওঁয়ারা পুঁইয়া বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবির স্থানীয় শীর্ষ সন্ত্রাসীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হবার তেরো দিনের মাথায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ঘটনাস্থলে যান। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নির্দেশে তিনি গেছেন বললেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ রহমান, সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান, বিএনপি কেন্দ্রীয় অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক ও উত্তর জেলা সভাপতি গোলাম আকবর খোন্দকার, কেন্দ্রীয় শিল্প বিষয়ক সম্পাদক গিয়াস কাদের চৌধুরী, এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং সাকা চৌধুরী পরিবারের পোষ্য শীর্ষ সন্ত্রাসী আবু হানিফ চম্পাইয়া, কুরা আজম রেজাউর রহমান (যুবদল সভাপতি)সহ অসংখ্য শীর্ষ সন্ত্রাসী বেষ্টিত হয়ে শোকাহত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আশ্রমের অনাথদের 'অভয়বাণী' দিয়ে এলেন। কালো পতাকাসহ স্লোগান দিয়ে ভিক্ষু হত্যার প্রতিবাদ জানায় বিক্ষুব্ধ ভিক্ষু এবং অনাথালয়ের শিশু-কিশোররা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে ফিরে পুলিশ প্রশাসনকে ভিক্ষু হত্যাকান্ডের আসামিদের দু'সপ্তাহের মধ্যে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন বলে সূত্রে প্রকাশ। সেই সঙ্গে জেলা ডিবি থেকে এ হত্যা মামলা সিআইডির হাতে দায়িত্ব দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ৪ এপ্রিল সমাবেশ থেকেই।

গিকা চৌধুরী : সাংসদ না হয়েও ...

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের নাম এবং ছবি গত ৫ এপ্রিল জাতীয় দৈনিকসমূহে আসবার পর গিকা চৌধুরী নিজেকে 'সাংসদ' দাবি করে প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানিয়ে প্রেস রিলিজ পাঠান তার

পোষ্য সন্ত্রাসী আবু হানিফ চম্পাইয়া এবং বিএনপি নেতা করই বক্করের হাতে। এই প্রতিবাদলিপিতে আবু হানিফ চম্পাইয়াকে গিকা চৌধুরী তাদের 'পারিবারিক সেবক' এবং কুরা আজমকে যুবদল নেতা ও ব্যবসায়ী দাবি করে এই সংবাদে তারা আর্থিক, মানসিক, সামাজিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ প্রত্যাহার করে ক্ষমা না চাইলে আইনের আশ্রয় নেবার হুমকি দেয়া হয়। সাংসদ না হয়েও সাংসদ হিসেবে সিল (চট্ট-৬ আসনের) এবং তার স্বাক্ষর আইনের কোন ধারায় পড়ে সেটাই এখন প্রশ্ন।

৪ এপ্রিল সমাবেশে সন্ত্রাসীদের উপস্থিতিতে গিকা চৌধুরী চট্টগ্রামের এসপি একেএম শহীদুল হক খানকে এমপি হিসেবে তিরস্কারের ভাষায় মূল আসামিদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থতার জন্যে দায়ী করেন। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সাকা চৌধুরী এসপি শহীদুল হক খানকে বদলি করতে সফল হন এবং ৪ এপ্রিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চার্জ বুঝিয়ে দেবার নির্দেশ দেন।

বিএনপি উত্তর জেলা দপ্তর সম্পাদক সুশীল বড়ুয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় ড. জিনবোধি ভিক্ষুর হাতের কালো পতাকা টেনে ছিঁড়ে ফেলেন দু'মন্ত্রীর সামনে। ভিক্ষুর প্রতিবাদের মুখে অতিভক্ত এ বিএনপি নেতার অপকর্মে হতবাক হয়ে যান উপস্থিত সবাই।

রাউজান ক্রাইম জোন হিসেবে চিহ্নিত দীর্ঘদিন থেকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সাকা চৌধুরী পরিবার থেকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সহায়তায় বাঙালি নিধন চলেছে; সেই ধারাবাহিকতা কখনো স্তব্ধ হয়নি। দেশে যতোবারই গণতান্ত্রিক সরকার আসুক না কেন সবার পদলেহন করে এই পরিবার হত্যা, সন্ত্রাস, লুটপাটের সাম্রাজ্যে বরাবরই সম্রাট। বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যায় সরাসরি জড়িত থাক বা না থাক বারবার এই পরিবারের নাম সবার মুখে মুখে প্রচারিত হয় স্থানীয় শীর্ষ সন্ত্রাসীদের লালনকারী হিসেবে।

নিহত ভিক্ষুর শয়নকক্ষ পরিদর্শন শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান এই প্রতিবেদকের সঙ্গে এই হত্যাকান্ড এবং স্থানীয় সন্ত্রাসী বিষয়ে আলাপকালে বললেন, 'ব্যক্তিবিশেষ অথবা গোষ্ঠীবিশেষের ওপর কিছু নির্ভর করে না।' গিকা চৌধুরী গত সাত নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের সমাবেশে রাউজান মুন্সীঘাটায় প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'এ দেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব আমাদের নয় মুসলমান ভাইরা দরজা খুলে ঘুমাবেন কিছু হলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন–তাদের এ দেশে থাকবার কোনো অধিকার নেই।' এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী কথা বলতে যেতেই পাশে দাঁড়ানো চম্পাইয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলে ওঠে, 'এসব মিথ্যা কথা...' মন্ত্রী মোর্শেদ খান তাকে চুপ করিয়ে এই প্রতিবেদককে বলেন, 'দেশের আইন-

গি. কা. চৌধুরী, মোর্শেদ খান ও মনি স্বপন দেওয়ান

শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো নয়, এখানে তো নয়ই।' মন্ত্রী সরে যেতেই তেড়ে আসে আবু হানিফ চম্পাইয়া– 'একটা প্রতিষ্ঠিত পরিবার... ষড়যন্ত্র করছে...'। তার নাম-পরিচয় জানতে চাইলে বলে, 'ইসলাম-শামসুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ শেষ বর্ষের ছাত্র, 'বাড়ি' আশ্রমের পূর্ব পাশে' মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত চম্পইয়ার তখনো অজ্ঞাত ছিলো সাংবাদিকদের কাছে তার পরিচয় অজানা নয়।

আবু হানিফ চম্পাইয়া এবং কুরা আজম বৃত্তান্ত এবং অন্যরা

সাকা চৌধুরীর পৈতৃক জায়গায় কয়েক পুরুষের বাসিন্দা আবু হানিফ চম্পাইয়া সাকা চৌধুরীর গাড়ির ড্রাইভার ছিলো কিছুদিন। '৯২ সালের দিকে মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস মাস্টার ফজরের নামাজ পড়ার সময় নিহত হন। এই হত্যা মামলার চম্পাইয়া অন্যতম আসামি। আবু তালেব (পূর্ব গুজরা সাতবাড়িয়া গ্রামের যুবলীগ নেতা) হত্যা মামলা নং ১৩ (১) ২০০১-এর অন্যতম আসামি চম্পাইয়াকে সাকা চৌধুরীদের বাগানবাড়ি কাদের নগর থেকে রাঙ্গুনিয়া থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে। নির্বাচনের পর জামিনে ছাড়া পেয়ে দৌর্দন্ড প্রতাপে আবারো রাজত্ব করছে গিকা চৌধুরীর পোষ্য চম্পাইয়া।

কুরা আজমের বিরুদ্ধে ২টি মামলা, বিল্লাল হোসেনের বিরুদ্ধে হাজী দানেশ ফার্নিশার্সে আগুন দেয়ার মামলা, আব্বাস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সঞ্জীব বড়ুয়া হত্যাসহ ১০টি মামলা। এরা ছাড়াও সাবেক এনডিপি ক্যাডার করই বক্কর, এতিম আলমের সহযোগী তৈয়ব সুলতানসহ অনেকে সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলো স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্য বিএনপি নেতাদের সঙ্গে।

দুই কিলোমিটারের মধ্যে গিকা চৌধুরী আয়োজিত সমাবেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'এখানে এসে তোমাদের (সন্ত্রাসী ছাত্র-যুবনেতাদের) (!) পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত এবং ভালো লাগছে, সম্ভব হলে প্রতিদিন আসতাম।' বিগত সরকারের আমলে মুসলমানদের প্রতি বিজাতীয় (!) আচরণ শায়খুল হাদিসের মতো বয়োবৃদ্ধের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার তীব্র সমালোচনা করেন। বলেন, 'শায়খুল হাদিসের হাত কাঁপে যিনি মুরগি জবাই করতে পারেন না, তার বিরুদ্ধে পুলিশ হত্যা মামলা করেছে শেখ হাসিনা সরকার।' এমন নির্লজ্জ সাফাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে থেকে কতোটা শোভন এমন উক্তিও উপস্থিত অনেককে করতে শোনা যায়।

গত ৫ এপ্রিল জাতীয় দৈনিক সমূহে ছবিসহ সংবাদ প্রকাশের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জরুরি নির্দেশ আসে, এই আসামিদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থ হলে সাসপেন্ডসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পুলিশ প্রশাসনে গত কয়েক মাসে ক্রমাগত বদলির ফলে স্থবির প্রশাসনে এই আসামিদের গ্রেপ্তারের দুঃসাহস কেউই দেখাতে পারছে না। তবু নথিপত্র খোঁজা হচ্ছে গ্রেপ্তারের জন্য যদিও ৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় গিকা চৌধুরী স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ হাতে ক্ষুব্ধ-বিধ্বস্ত চেহারায় পত্রিকা অফিসগুলোতে ঘুরেছে। এই প্রতিবেদকের মুখোমুখি হয়ে আবারো সাকা চৌধুরী পরিবারের সাফাই গেয়ে বলে তার নাম আবু হানিফ। ৪ এপ্রিল তার নাম কী বলেছিলেন? প্রশ্নের জবাবে আরো কঠিনভাবে বলে ওঠেন 'আবু হানিফ'।

এদিকে ৫ এপ্রিল দুপুরে আসামি বিল্লাল তালুকদারকে ১ ঘন্টার জন্য আটক করেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ওপর মহলের চাপে। তার বিরুদ্ধে ৩(১/১/০১), ১২(২৯/১/০১), ৯(৯/১২/০১) নম্বরের তিনটি মামলা রয়েছে।

ছবি : **প্রতিবেদক**